২২-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, কেবলমাত্র এই এক বাবার কথাই শুনবে। অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন শুনতে শুনতে তোমাদের শ্রবণ আকাঙ্খাও তেমনি মিষ্টি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, এই অবিনাশী ড্রামার জ্ঞান থেকে তোমরা এখন কোন্ দিশার আলো পাচ্ছো ?

উত্তর :- এই দিশার আলো তোমরা পেয়েছো যে, বেহদের এই ড্রামাতে প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পেয়েছে। একজনের পার্ট অন্য জনের পার্টের সাথে মিল খাবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণাও হয়েছে যে, চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। ৫-হাজার বছরের এই ড্রামাতে এমন কোনও দিন থাকে না, যা হুবহু অন্য দিনের সাথে হুবহু মিল খেতে পারে। এই অনাদি ড্রামা যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে, হুবহু সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই ড্রামাকে সর্বদা স্মৃতিতে রাখলে, তোমরা চড়তী-কলার উত্তরণের সোপানে উঠতেই থাকবে।

গীত :-
জলসা-ঘরে জ্বলে ওঠে ঐ
. ঝাড়বাতির শিখা।
আর তার মধ্যেই পুড়ে মরা
. পিপিলিকার লিখা।

ওঁম্ শান্তি ! আত্মাদের প্রকৃত বাবা বেহদের পরমাত্মা, তার আনন্দধাম এই জলসা-ঘর। বাবা একমাত্র তখনই আসেন, যখন কোনও বিশাল সমাবেশ হয় দুনিয়ায়। যখন (প্রায়) সব আত্মারাই এখানে এসে হাজির হয়, তখন বাবা আসেন। যদিও অল্প সংখ্যক আত্মা তখনও উপরেই থাকে, কিন্তু তারাও ধীরে ধীরে এসে যাবে। একথা তো তোমাদের বোঝানোই হয়েছে যে, এই বাবা আসলে কে ? সবসময়ই সর্বাগ্রে বাবার গুণ ও মহিমা শোনাতে হবে। যেহেতু উনি অসীম বেহদের একমাত্র বাবা। বেহদের প্রকৃত শিক্ষকও উনি। সর্বোপরি বেহদের সদগুরুও উনি। এতসব গুণ কেবলমাত্র এই একজনের মধ্যেই আছে। সুতরাং তোমাদেরকে এই কথাগুলির ধারণা পাকাপোক্ত ভাবে মননে রাখতে হবে। তুমিও সর্বদা কেবল তাকেই স্মরণ করতে থাকবে। লোকেরা যখন সংখ্যাকে গুনতে থাকে, তখন শূন্যকে তারা শিব বলে। উদ্দেশ্য থাকে যে, বেহদের বাবা শিব। এছাড়া উনি বেহদের শিক্ষকও। একমাত্র উনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্ত তিন কালেরই জ্ঞানকে বোঝান আমাদের। এর আবার ইতিহাস ভূগোলও আছে। (ভূগোল = সৃষ্টিচক্র, এই সৃষ্টি গোল, ভূ-গোল বা ভূ-এর চাকা, যা ৫-হাজার বছরে একই অবস্থানে পৌঁছায়) (ইতিহাস = যা ঘটে গেছে, অর্থাৎ চার যুগের কাহীনির বৃত্তান্ত) -যেমন সত্যযুগে কে কে রাজত্ব করেছিলেন, কতটা অঞ্চল জুড়ে থাকে তাদের রাজত্ব। তোমরা তখন বলবে, সত্যযুগে দেবী-দেবতারা সমগ্র বিশ্ব জুড়েই রাজত্ব করে। (যদিও তখন বিশ্বে স্থল ভাগের আয়তন ছোট থাকে) তা তো দেখানোও হয়, কে কে কোন্ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। যেমন, যেসব আত্মারা বড়োদা অঞ্চল থেকে আসে, তারা বড়োদাতেই রাজত্ব করবে। এখন অবশ্য সে সবই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তখন কিন্তু তা এমন থাকবে না। তখন তোমরা সমগ্র বিশ্বেরই মালিক হবে এবং তখন অন্য আর কোনও ধর্মও থাকে না। তবে সেক্ষেত্রে তোমরা রাজার ভূমিকা কেনই বা নেবে না। যেখানে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজ-নিজ আশীর্বাদী-বর্সা

পেয়ে থাকো। সবচেয়ে প্রধান এবং প্রথম কথা হলো, উঁচু থেকেও উঁচু - সর্বোচ্চ হচ্ছেন এই শিববাবা। একমাত্র যিনি বেহদের সত্যিকারের বাবা। তাই একমাত্র উনিই বেহদের এই পাঠের শিক্ষা দেন। যিনি সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানকে বুঝিয়ে, তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানান। দুনিয়াতে আর অন্য এমন কেউ ত্রিকালদর্শী (মানুষ) নেই, যিনি রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। একাধারে যিনি আবার বেহদেরও সদগুরু। যিনি একমাত্র দিশা-নির্দেশক রুহানী-পান্ডা হয়ে সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান সাথে করে। আর অন্যেরা সবাই তো জাগতিক পান্ডা। আর ইঁনি (এই বাবা) হলেন রুহাণী-পান্ডা। গীতেও তা শোনা যায়।

লোকেরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে চার-ধামের পরিক্রমা করে আসছে। লোকেরা কেউ বলে এটা তীর্থ-স্থান, আবার অন্য কেউ বলে, ওটা তীর্থ-স্থান। অর্থাৎ চর্তুদিকই তীর্থ-স্থান। এই যে ভক্তরা চারিদিকের পরিক্রমা করে বেড়ায়, তবুও কিন্তু ভক্তরা ভগবানের দর্শণ পায় না। আসলে ভগবান তো আসেনই এই সময়কালে (সঙ্গমযুগে)। ওনাকেই সবাই পতিত-পাবন বলে। পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যেই আমাদের সবার অতি প্রিয় বাবা আমাদের এই ভারত ভূ-খন্ডেই আসেন। ভারত-বাসীদের আবারও হীরে-তুল্য বানিয়ে স্বর্গের মালিক করে গড়ে তোলেন। এমন বাবাকে না জানার কারণে সাধু-সন্ন্যাসীরাও পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। বাচ্চারা তোমরা বলছো যে, বাবা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা তোমাদেরকে নিজের দত্তক করে নিয়েছে। তাই তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। তোমাদের প্রথম পরিচয় হলো শিব-বংশী, তারপরের পরিচয় ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তাই তোমাদের বলা হয় অবিনাশী সন্তান। আত্মা যেমন অবিনাশী, আত্মার পিতা (শিব) পরমাত্মাও তেমনি অবিনাশী। এই আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অপর শরীর ধারণ করে। দেবী-দেবতারা একসময়ে যারা সতোপ্রধান থাকে, তারাই পরবর্তীতে সতো-রজোঃ-তমোতে আসে। বিকারের ময়লা জমতে জমতে তারপর তা আবার তমোপ্রধানেও পরিণত হয়। আর আত্মাতেই সেই ময়লা জমে। এমনটা মোটেই নয় যে, আত্মা নির্লেপ, তাতে কিছুই জমে না। এই আত্মাই পুণ্য-আত্মা আর পাপ-আত্মা হয়। অন্যদেরকে বলো, আগে তো তোমরা শোনো, আমরা তোমাদের কি বলতে চাইছি। অন্যদের কাছ থেকে আমাদের আর তেমন কিছু শোনার নাই। বাবার নির্দেশ আছে-অন্যদের কথা শোনার দরকার নেই। যেহেতু তোমরা যা বলবে, তা তো শাস্ত্র-সম্মতই হবে। আর অন্যেরা যা শোনাবে, তা তো বহুদিন ধরে শুনেই আসছি, আর হোঁচট-ধাক্কা খেয়েই আসছি, সেই জন্ম-জন্মান্তর ধরে। এছাড়া বেহদের বাবা তো কেবল এই একজনই। সেখানে আমরা তো কেবল এই বাবার কথাই শুনবো - নাকি তোমাদের কথা শুনবো ? আমরা তোমাদের শোনাতে এসেছি, শুনতে নয়। তাদেরকে এটাই বোঝাতে হবে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার এই যে এত অনেক ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী আছে তারা সবাই অবশ্যই একে অপরের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক। আর দাদুর (শিবের) আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় (বাবা) ব্রহ্মার মাধ্যমে। বাবা ছাড়া দাদু বা ঠাকুরদার সম্পত্তির-বর্সা পাবেই বা কি প্রকারে ? অনেকে ভেবে থাকে, কেন সরাসরি ঠাকুরদার থেকেই তা নিয়ে নেবো। কিন্তু, তা পাবেই বা কি করে ? যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হচ্ছো, ততক্ষণ পর্যন্ত দাদু-ঠাকুরদার কাছ থেকে সেই অধিকার পাবেই বা কি প্রকারে ? নাতি-নাতনীরা উভয়েই সেই সম্পত্তির সমান অধিকার পায়। পিতাই যদি না থাকে, তবে দাদু-ঠাকুরদা আসবেই বা কেমন করে ? তাই সর্বাগ্রে দরকার পিতার পরিচয়। গীতার প্রকৃত ভগবান বেহদের সত্য-বাবা। যিনি আমাদের বেহদের শিক্ষা দেন। বুড়ী-মাতাদেরকে বাবা খুব সহজ-সরল ভাবে তা বুঝিয়েও দেন।

বর্তমান সময়কাল হচ্ছে 'সঙ্গম- যুগ'। আর এই সঙ্গম যুগেই বাবা বসে বসেই পতিতদের পবিত্র বানাবার কাজ করে যায়। যাকে বলা যায় চূড়ান্ত নরক ভোগ। সমগ্র দুনিয়াই এখন বিষবৎ বিষয় বৈতরনী নদীর মতন। বিশ্বে কোনও স্বচ্ছ জলের নদীই নেই এখন। তাই এনাকেই বিষের সাগর বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর আর রাবণ হলো বিষের সাগর। রাবণের সাগরে কেবল বিকারের নদী বইতে থাকে। বর্তমানের আসুরী সম্প্রদায়ের যারা, তারা কেবল বিষয় সাগরের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকে। তাদের জীবনটা কেবলই দুঃখের। এইসব কথার মর্মার্থ কোটিতে একজন বুঝতে পারবে। কেউ হয়ত খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করে জ্ঞানকে বুঝলো, জানলো - আশ্চর্যের কথা, তারপরেও সে হয়ত এমন সৎসঙ্গ ছেড়ে ভাগন্তী হয়ে গেল। যদিও মুখে তারা বলে, এখানকার এই শিক্ষায় তারা স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারবে, তবুও কি করে যে তা ছেড়ে চলে যায়! যেমন, যুদ্ধের ময়দানে সবারই তো আর জীত হয় না। দু-দিকেরই কেউ কেউ জিতবে আর কেউ কেউ মরবে। যারা শক্তিশালী তারাই থাকবে, তারা অনেককেই মারবে। আর যারা দুর্বল হবে তারাই বেশী মরবে। এখানেও তেমনি যারা দুর্বল তারাই ঝট্ করে মরবে (পালিয়ে যাবে)। এখানে তোমাদের যুদ্ধ করতে হয় রাবণের সাথে। কামরূপী বিকারের কাছে হার মানলে তো খুব বেশী পরিমানেই আঘাত পাবে। ঠিক যেন বক্সিং লড়াই-এর মতন। কেউ কেউ আবার সংজ্ঞাহীন হয়ে চিৎকার করতেও থাকে। কেউ আবার পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায় আর সতর্কও হয়ে যায়। এখানে এসে যদি কারও কাম-বিকারের কারণে পতন হয়, তবে সেই ধাক্কা ভয়ানক ভাবে আঘাত করবে তাকে। এছাড়াও তার মুখও কালা-ময়লাও হবে। অবশ্য ক্রোধ-বিকারে ততটা হয় না, যতটা হয় কাম-বিকারে। এই কাম-বিকারই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ও বিশাল দুঃখের কারণ। এই কাম-বিকারের কাটারীতে অনেকেই খুব দুঃখী হয়ে পড়ে। কাম-বিকারের কারণেই মনুষ্য-আত্মা পাপী ও পতিত হয়। গুরু নানকও বলে গেছেন- "মূত পলীতী কাপড়া ধোয়ে। ভরিয়ে মন পাপোঁ কে সঙ্গ। ও ধোবে নাবে কে সঙ্গ।" অর্থ : পোশাক ময়লা হলে তখন সাবান দিয়ে খুব ভালভাবে তা পরিস্কার করে। তেমনি পরমাত্মাকে স্মরণ করতে থাকলে উনি এসে মনের কাপড় ধুইয়ে দেন, অর্থাৎ পূর্বের কাম-বিকারের ময়লা মনকে স্বচ্ছ করে দেন।

তোমাদের এই শরীর এখন খুব পুরানো হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই তার নিজের-নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট পেয়েছ। একের কর্ম-কর্তব্য অন্যের সাথে মেলে না। যেহেতু এটা এক অবিনাশী ড্রামা। চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায় .....। এই অবিনাশী ড্রামা ৫-হাজার বছরের। তবে এক্ষেত্রে তা কতদিনের হল ? যেখানে দুটো দিন ঠিক একই রকম হয় না। কিন্তু ঠিক ৫-হাজার বছর পরে আবার হুবহু এই ড্রামার পুনরাবৃত্তি হবে। যেহেতু তা অনাদি অবিনাশী ড্রামা। এর চিত্রপট অনুযায়ী তা চলে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড নিয়মানুসারে (ঘড়ির মতন) সেই পার্টও চলতেই থাকে। বারে বারেই এর পুনরাবৃত্তিও হতে থাকে। সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যযুগে যা যা হয় আর কলিযুগে কি কি হয়- বাচ্চারা, তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো। এখন তোমাদের চড়তী কলা (উন্নতির সোপান) শুরু হয়েছে। তাই বাবা বলছেন, বিকারগুলির দান (ত্যাগ) করে দিতে পারলেই, তোমাদের গ্রহের প্রকোপ কেটে যাবে। এ তো খুবই সহজ-সরল কথা। এই বাবাকেই তোমাদের সেই বিকারগুলি দান দিয়ে দিলে, তারপর অপেক্ষা করে দেখো, তার বদলে বাবা তোমাদেরকে কি দিচ্ছেন। তোমরা দাও কানা-কড়ি, আর বাবা তোমাদের দেন মহা-মূল্যবান জ্ঞান-রত্ন। তাই তো বাবার নাম রত্নাকর-সওদাগর। এটাই বাবার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট। যদিও অতি ক্ষুদ্র

এই আত্মা। কিন্তু এতে কত বিশাল শক্তি। যা কত প্রকার জ্ঞানে ভরপুর। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাবার দ্বায়িত্ব বাবার, তাও এই অবিনাশী ড্রামাতে খোঁদিত আছে। তাই উনিও এইভাবেই কল্প কল্প ধরে এই একই জ্ঞান শুনিয়ে আসছেন। এই ড্রামা কখনও শেষ হয় না যেহেতু এর বিনাশও নেই। সত্যি কি চমৎকার-তাই না! আবার এটাও বড় চমৎকার যে এত ক্ষুদ্র এক আত্মার মধ্যে তার ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভরা থাকে। এসব অতি গুহ্য রহস্যের ব্যাপার। সুতরাং প্রধান কাজই হলো অন্যদেরকে প্রথমেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। এই বাবা একাধারে যেমন রূপ, অর্থাৎ জ্ঞানী আবার অন্যদিকে তেমনি বসন্ত অর্থাৎ যোগী ও ত্যাগী !

পরমাত্মা যেখানে নিরাকার, সেক্ষেত্রে উনি নিশ্চয় অন্যের মুখ দিয়েই জ্ঞান শোনাবেন। আর আত্মারা তা শুনবে শ্রবণ ইন্দ্রিয় কানের দ্বারা। তা না হলে জ্ঞানের সাগর কিভাবেই বা এই জ্ঞান শোনাবেন। ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারাই তাকে তা শোনাতে হয়। বিষ্ণু বা শংকর তো এই জ্ঞান শোনাতেই পারবেন না। তাই তো জ্ঞানের সাগর কেবলমাত্র এই একজনকেই বলা হয়- একমাত্র এই নিরাকারকে। আর তোমরা সব জ্ঞান-গঙ্গারা সেই সাগর থেকেই প্রবাহিত হও। উনিই একমাত্র সেই সাগর। একমাত্র এই বাবা এই অনাদি অবিনাশী ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান দিতে পারেন। সত্যযুগে সূর্যবংশীদের রজত্ব চলে। বংশানুক্রমে পরম্পরায় ৮-পুরুষ রাজত্ব করে। এরপর এই সূর্যবংশীরাই আবার চন্দ্রবংশীতে পরিণত হয়। এই জ্ঞান তোমাদের অর্থাৎ বি কে ব্রাহ্মণদেরই আছে কেবলমাত্র। যেহেতু তোমরা হলে মুখ-বংশাবলী দত্তক ব্রাহ্মণ। যদিও এই একজন বাবাই সকলেরই বাবা। আর অন্যেরা তো কুখ-বংশাবলী অর্থাৎ কাম-বিকারের দ্বারা উৎপন্ন গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু তোমরা বাবার দত্তক মুখ-বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তান। অন্যেরা জাগতিক তীর্থস্থানগুলি যাত্রা করে আবার ঘরে ফিরে আসে। তোমাদের তো কেবল এই একটাই তীর্থস্থান। কিন্তু, তোমাদের যাত্রা একবারই হয়, তা অমরলোকের যাত্রা। এই মৃত্যুলোকেই ফিরে আসার ব্যাপারই নেই। স্বর্গ-রাজ্যকেই অমরলোক বলা হয়। সেখানে কোনও তীর্থ-যাত্রার রীতি-নীতিই নেই। এমন কি সেখানে ভক্তিরও কোনও ব্যাপার নেই। এই ভক্তিকেই ব্রহ্মার রাত বলা হয়, তাই তো এখানে ভক্তরা কেবল হোঁচট-ধাক্কাই খেতে থাকে। এত যে চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, তবুও কিন্তু কখনও তারা ভগবানের নাগাল পায় না। তারা তোমাদের মতন এই বাবার সাক্ষ্যাৎও পায় না, যিনি তার বাচ্চাদের স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানান। অথচ, তারাই কিন্তু চিৎকার করতে থাকো, ওহে পতিত-পাবন তমি এসো। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। তাই যদি হয়, তবে আবার তোমরা গঙ্গা-স্নানে পবিত্র হতে যাও কেন ? গঙ্গার জল তোমাকে পবিত্র বানাবেই বা কি প্রকারে ? আর গঙ্গা-জলেই যদি পবিত্র হতে পারো, তবে আবার এই পতিত-পাবনকেই বা কেন ডাকো ? কত লক্ষ লক্ষ লোকেই তো যায় গঙ্গায় স্নান করতে। (কিন্তু তাতে কি কেউ পবিত্র হতে পারে ?) পতিত-পাবন, সবার সদগতি দাতা যে কেবল এই একজনই। আর অন্যান্য যারা আছে, তারা তো কেবল ভক্তি-মার্গের হোঁচট-ধাক্কা খাওয়াবার জন্য। এইসব যুক্তিগুলি দিয়ে অন্যদেরকে প্রশ্ন করা উচিত - তখন তারা বুঝতে পারবে বি.কেরা তো খুব যুক্তিগ্রাহ্য প্রশ্নগুলিই করছে। যেখানে আমরাও সেই ঐ একই পতিত-পাবনকেই ডাকি, তবুও কেন আর অন্যদের কাছে যাই ধাক্কা খাওয়ার জন্য। সেখানে যাবার প্রয়োজনটাই বা কি। যেখানে বাবা স্বয়ং বলছেন- "আমার আসার একটাই উদ্দেশ্য যে, তোমাদের পবিত্র বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।" সুতরাং তোমাদের মনের ভিতরে খুব খুশী রাখা উচিত এই জন্য যে, বাবা তোমাদের পবিত্র বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের জন্য আশীর্বাদী-বর্সা দিচ্ছেন।

সর্বদাই এই লক্ষ্মী-নারায়ণই স্বর্গ-রাজ্যের প্রথম রাজা হন। ওনারা তাদের পুরুষার্থের দ্বারা এই বাবার কাছ থেকেই সেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়েছিলেন। এখন তোমরা জানতে চাইতে পারো যে, স্বর্গ-রাজ্যের মালিক এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাদেরও নিশ্চয় অনেক প্রজা থাকবে। যেহেতু সত্যযুগের শুরুতে তো তাদেরই রাজত্ব ছিল। আর এখন তোমরা বসে আছো এই সঙ্গমযুগে। যেখানে প্রজার শাসনের দ্বারাই প্রজার-রাজ্য চলে (অর্থাৎ শূদ্র ডিন্যায়েস্টী-Dynasty)। এই দুনিয়ার বিনাশও এখন তোমাদের দোরগোড়ায়। তাই তো বাবা কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগের এই সময়েই এখানে আসেন। বাবা এসে স্বয়ং এই সহজ-সরল রাজযোগ শেখান। যার ফলে তোমরা বি.কে.-রা জীবন-মুক্তি পেয়ে থাকো, আর অন্যেরা সবাই কেবলমাত্র মুক্তি পেয়ে থাকে। এই ভারতই পূর্বে সুখধাম ছিল - এখন যা অতি দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। যেহেতু সেই দেবী-দেবতা ধর্মও আজ আর নেই। অবশ্য অল্প পরেই তা আবার স্থাপিত হতে চলেছে। বাচ্চারা, তোমরা এই রাজযোগের শিক্ষা নিয়ে রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হচ্ছো। কাঁটার মতন জীবন থেকে এখন ফুলের মতন জীবন প্রকাশ পাচ্ছে তোমাদের। বর্তমানের এই দুনিয়াটা কেবলই কাঁটার দুনিয়া। একে অপরকে কাঁটা বিঁধাতেই ব্যস্ত সকলে অর্থাৎ কাম ভাবের কামাগ্নির তলোয়ার চালাতে থাকে। কিন্তু, বাবা তোমাদের ফুলের মতন এমন সুন্দর করে গড়ে তোলেন, যাতে অন্যকে কাঁটা বিঁধানোর অভ্যাস ঝেড়ে ফেলে দাও তোমরা। আর এর জন্য তোমাদের সাহসী হতে হবে। যারা ধৈর্যশীল হয় কেবল তারাই তাদের সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াতে পারে। বাবা নিজেও তা পর্যবেক্ষণ করে বোঝেন। যে বাচ্চা ধৈর্যশালী, সে কখনও পড়বেই না। এমন সাহসী আর ধৈর্যশালী বাচ্চাকে বাবা স্বয়ং শরণ দেন। কিন্তু তারপর আর এমন করা চলবে না, তুমি আবার কেবল তোমার স্বামী ও বাচ্চাদেরকে স্মরণ করতে থাকবে। যেমন কোনও ইটের ভাট্টীতে সব ইটই সমান ভাবে সেঁকা হয়ে পাকা হয় না, এখানেও তেমনি তোমরা তোমাদের পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে সেই ভাবেই তৈরী হও। বাবা আরও জানাচ্ছেন, এই জ্ঞান-যজ্ঞেও অনেক প্রকারের বিঘ্ন তো আসবেই। যেমন হয়ে থাকে প্রতি কল্পেই। কোনও কোনও বাচ্চা এমনও হয় যে, বাবার কোনও নির্দেশকেই মানে না তারা। যারা বাবার কথাকে অমান্য করে গোমড়া-মুখো হয়ে থাকে, তারা নিজেরাই তাদের নিজের ভাগ্যের উন্নতির বাধাস্বরূপ হয়। তারা আর সৌভাগ্যশালী হতে পারে না। দেহ-অভিমানের কারণে নিজের মত অনুসারেই চলতে থাকে। যেখানে তোমাদের উচিত প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা। বাবার যে শ্রীমৎ তোমরা পেয়ে থাকো, তা এই ব্রহ্মার দ্বারাই। এমনটা মোটেই সম্ভব নয় যে, প্রেরণার দ্বারা কারওকে শ্রীমৎ দেওয়া যায়। আর যদি তাই হতো, তবে কি আর ব্রহ্মাকে আধার করে ওনার মাধ্যমে এত দত্তক বাচ্চা বানাবার প্রয়োজন পড়তো ? কোনও কোনও গুণধারী পুরানো বাচ্চা এমনও ভাবে, শিববাবার আশীর্বাদ সরাসরি শিববাবার থেকেই নিয়ে নেবো আমি। যেহেতু তাদের দেহ-অভিমান অনেক থাকে। সেক্ষেত্রে একথা পাকাপাকি ভাবে মনে গেঁথে নাও, অসীম বেহদের সত্যিকারের বাবা স্বয়ং এখানে আসেন তার বাচ্চাদের বেহদের আশীর্বাদী বর্সা দেবার উদ্দেশ্যে। এই বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা এমনই, যার দ্বারা নর (মানুষ) থেকে নারায়ণ হওয়া যায়। যার মধ্যে স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই থাকে, ফলে খুশীও আসে তার সাথে। এই দুনিয়ায় যেমন অনেকেরই স্বাস্থ্য থাকে, কিন্তু তাদের আবার সম্পদ থাকে না। কারও সম্পদ থাকলেও, তাদের আবার স্বাস্থ্য থাকে না। কারও যদি বাচ্চা না জন্মায়, সেক্ষেত্রে তাদের অন্য কারও বাচ্চাকে দত্তক নিতে হয়। কিন্তু, সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে এসব হয় না। সেখানে তো একটা বাচ্চা অবশ্যই হবে। আর বর্তমানের এই জগৎটা কেবলই দুঃখধাম। যেহেতু রাবণের রাজ্যে কেবল দুঃখেরই অভিশাপ পাওয়া যায়। তাই তো বাবা আসেন তোমাদেরকে আশীর্বাদী-বর্সা দিতে।

বাচ্চারা, এখানে তো রোজই তোমাদের মুখ-মিষ্টি করা হয়। এছাড়াও সেন্টারগুলিতেও তো প্রতি গুরুবারেই (বৃহস্পতিবার) টোলীর মুখ-মিষ্টি করানো হয়। আবার মুরলী শ্রবণে তোমাদের কানও মিষ্টি হয়ে যায়। অতএব মুখ ও কান দুটোই মিষ্টি হয়ে যায়। আত্মারা এই কানের দ্বারাই সেই অবিনাশী জ্ঞান শোনে। চোখের সাহায্যে দেখে। মুখের সাহায্যে ভোজন করে, তবেই তো সে ভোজনের স্বাদ পায়। আর সব ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতেই হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা ওনার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ফুলের মতন হয়ে সবাইকে সুখ দাও। কাউওকেই কাঁটা বিঁধাবে না। কখনও বাবার প্রতি অবজ্ঞা করো না আর মুখ গোমড়া করে থেকো না।

২) প্রতি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের মতে কিন্তু চলবে না। দেহ-অভিমানে এসে অবাধ্য হয়ো না যেন।

বরদান :- অমৃতবেলায় তিন বিন্দুর তিলক লাগিয়ে- কেন, কি, - এসব থেকে মুক্ত হয়ে অনড় এবং অচল আত্মা হও

বিস্তার :- বাপদাদা সর্বদাই বলে থাকেন যে, রোজ অমৃতবেলায় উঠে তিন বিন্দুর তিলক লাগাও। তুমি নিজে যেমন বিন্দু-স্বরূপ, বাবাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। আর যা ঘটে গেছে, যা ঘটছে - এসবই নাথিং নিউ, অতএব ফুলস্টপ লাগাও। ফুলস্টপও বিন্দু। এই তিন বিন্দুর তিলক লাগানো অর্থাৎ সজাগ-স্মৃতিতে থাকা। এর ফলে সারাদিনই তুমি অনড়-অচল থাকতে পারবে। কেন, কি, -এসব কিছুই সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন এমন কোনও পরিস্থিতি আসবে, তখনই তাতে ফুলস্টপ লাগাও, ভাববে নাথিং নিউ। যা হওয়ার ছিল, তাই হচ্ছে .... সাক্ষীভাবে সবকিছু দেখে এগিয়ে যেতে থাকো।

স্লোগান :- পরিবর্তনের শক্তি দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের স্রোতগুলিকে সমাপ্ত করে দিতে পারলেই সমর্থ আত্মা হয়ে যাবে।